গাংনীতে গোরস্থানের ছাদ ভেঙ্গে বুকে পড়ে কলেজ ছাত্র নিহত

গোরস্থানের ছাঁদে ঝুলনে ঝুলে ব্যায়াম করার সময় ছাদ ভেঙ্গে চাপা পড়ে জয় আহমেদ (১৮) নামের এক কলেজ ছাত্র মারা গেছে।

নিহত জয় গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের এইচ,এস,সির প্রথম বর্ষের ছাত্র ও উপজেলার দেবীপুর গ্রামের শাহজাহান আলীর ছেলে।
গতকাল শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে। বামন্দী ইউনিয়নের দেবিপুর গ্রামের মেম্বর হিরোক হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গতকাল শনিবার (৩ জুন) সন্ধ্যায় তার অপর বন্ধুদের সাথে বাড়ি ফেরার পথ দেবীপুর গোরস্তানের গেইটের ছাঁদে ঝোলানো ঝুলনে ঝুল দিতে গেলে ছাদ ভেঙ্গে বুকের উপর পড়ে। তাকে সাথে সাথে উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর একটি বেসরকারি ক্লিনিকে। ও সেখান থেকে রাতেই কুষ্টিয়া মেডিকেলে নিলে কতর্ব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আজ রবিবার সকাল ১০ টার দিকে জয়ের নামাযে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীতে বাবার কবর নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব; আহত-৩

বাবার কবর নিজ সীমানায় রাখতে দুই ভায়ের মধ্যে বিরোধের জের ধরে একই পরিবারের তিন জনকে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে প্রতিপক্ষরা। আজ রবিবার (৪ জুন) দুপুরের দিকে এই ঘটনা ঘটেছে গাংনী উপজেলার ব্রজপুর গ্রামে।

আহতরা হলেন, আব্দুল জলিল (৬৫) স্ত্রী পারুলা খাতুন (৫৭) ও ছেলে পারভেজ হোসেন (৩০)। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে

চিকিৎসাধীন রয়েছে।

আহত পারভেজ জানান, দাদা ও দাদীর কবর আমাদের জমির মধ্যে আছে। আমার চাচা দাদা দাদীর কবরটি নিজেদের দখলে নিতে চাই। আমরা দাদা ও দাদীর কবরটি আমাদের ভাগে রেখে তাদের অন্য জমি দিতে চাইলে তারাও কবর তাদের মধ্যে রাখতে চাই। এনিয়ে চাচা আহারুলের সাথে আমার বাবা আব্দুল জলিলের বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে আমার চাচা আহারুল ও তার ছেলে রিপন হোসেন আমার উপর হামলা চালায়। তারা ইট ও কোদাল দিয়ে আমাদের তিনজনকে মারধর করে চলে যায়।
এঘটনায় মামলা করা হবে বলে জানান তিনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সরের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎক ফারুক হোসেন জানান, আহত আব্দুল জলিলের মাথায় সেলাই হয়েছে এবং বাকীদের শরীরে ফোলা জখম হয়েছে। তাদের ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে চিকিৎসকের অবহেলায় গর্ভে শিশু মৃত্যুর অভিযোগ

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের গাইনি বিভাগের কনসালটেন্ট সোনিয়া আহমেদের দায়িত্ব অবহেলায় প্রসুতির গর্ভে শিশু মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এ সময় উত্তেজিত রোগীর স্বজনদের সাথে চিকিৎসক ও নার্সদের বাকবিতণ্ডা, হাতাহাতি এবং মৃত শিশুর পিতা রনিকে হাসপাতালের একটি কক্ষে আটকে রেখে মারধরের অভিযোগও উঠেছে।

এ ঘটনায় হাসপাতাল কর্র্তৃপক্ষ আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা (আরএমও) মোখলেছুর রহমান পলাশকে প্রধান করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি করেছে । তদন্ত কমিটিকে ২ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশুটির পিতার বাড়ি মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের গোপিনাথপুর গ্রামে।

রোগীর স্বজনরা অভিযোগ করে জানান, গত বৃহস্পতিবার (০১ জুন) সকাল ৬টার দিকে রিতা খাতুন ওরফে মিতুকে সন্তান প্রসব করানোর জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রথম দিকে রোগীর অবস্থা ভাল থাকলেও পরবর্তীতে শিশুটির হার্টবিট পাওয়া যায় না। দুই দিন ধরে রোগী হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও গাইনি কনসালটেন্ট ডা. সোনিয়া আহমেদ একবারও রোগী দেখতে আসেননি। শুক্রবার রাতে অবস্থা খারাপ হওয়ায় রোগীর স্বজনরা রোগীকে হাসপাতালের পাশে অবস্থিত এ্যাপোলো নার্সিং হোম নামের একটি ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রোপাচার করান এবং শিশুটি মৃত ভূমিষ্ট হয়। এরপরপরই রোগীর স্বামী রনিসহ স্বজনরা ক্ষিপ্ত হয়ে হাসপাতালে ছুটে যান।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, এ ঘটনার সময় আমরা ওয়ার্ডেই ছিলাম। শিশুটির পিতা ওয়ার্ডে এসে জানতে চেয়েছিল কি ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের স্টাফরা কেউ কিছু না বলাতে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এক পর্যায়ে ডাক্তার ও নার্সরা তাকে ঘরে আটকে রেখে মারধর শুরু করে। মারধর ও চিকিৎসা অবহেলার বিষয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক মনজুরুল হাসান বলেন, ‘রোগীর কোন চিকিৎসার গাফিলতি হয়নি। যারা অভিযোগ করছে তাদের কোন প্রকার মারধরও করা হয়নি।’

কর্তব্যরত নার্স শারমিন আক্তার বলেন, ‘আমাদের ম্যাডামের অনুমতি আছে বাচ্চার হার্ট বিট না পেলে আল্ট্রাসনোগ্রাফী করাতে হবে। আল্ট্রাসনোগ্রাফী রিপোর্ট যখন আমরা পাবো তখন ইমারজেন্সি ডাক্তারকে জানাবো।’ বাচ্চা মারা গেলে দায়ভার কে নেবে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাচ্চা মারা গেলে কারো কিছু করার নেই।’

মেহেরপুর সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘হাসপাতালে জরুরী বিভাগে সমস্যা হয়েছে জানতে পেরে আমাদের টিম সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।’

তবে অভিযুক্ত গাইনি কনসালটেন্ট সোনিয়া আহমেদ বলেন, চিকিৎসায় কোন অবহেলা করা হয়নি। বৃহস্পতিবারে আমার আদালতে মামলার দিন থাকায় হাসপাতালে ডিউটি করতে পারিনি। বাচ্চা সম্পূর্ণ স্স্থু ছিলো। কিন্তু রোগীর হাই রিস্ক ছিলো। যে কারণে রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মৌখিক রেফার্ড করা ছিলো। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাউকে জানিয়েছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা বলা লাগে না। আমাদের রেজ্টিার খাতায় লেখা থাকে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক জমির মো. হাসিবুস সাত্তার বলেন, ‘তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। হাসপাতালের আরএমও কে প্রধান করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তিনি আরো বলেন, বৃহস্পতিবার গাইনি কনসালটেন্ট আদালতে গিয়েছেন বলে ছুটি নিয়েছেন বললেও তিনি হাসপাতাল থেকে কোন ছুটি নেননি কিংবা কাউকে জানাননি।

আওয়ামী লীগ দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছে

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন চিত্র তৃণমুল মানুষের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে আওয়ামীলীগ নেতা এম এ এস ইমনের উদ্যোগে গণ সংযোগ, বুকলেট ও প্রচারপত্র বিলি অব্যাহত রেখেছেন। গত তিন মাসে তৃণমুল পর্যায়ের মানুষের মাঝে প্রায় ৬০ হাজার বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে।

বুকলেটে বর্তমান সরকার ও অতীতের বিএনপি সরকারের তুলনামুলক উন্নয়নচিত্র দেওয়া হয়েছে।

প্রতিদিনই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার মানুষের মধ্যে সরকারের উন্নয়নের কথা তুলে ধরছেন ও নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন।

আওয়ামীলীগ নেতা এমএএস ইমন বলেন, ‘মানুষ সুখে থাকলে দুঃখের কথা ভুলে যায়। তাই উন্নয়নের কথা তাদের কাছে গিয়ে বলছি। দেশের উন্নয়নে ও জনগণের কল্যাণে আওয়ামীলীগ সরকার যেসব কর্মসূচি নিয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরছি।’

‘আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতেও কাজ করছেন আওয়ামী লীগের এই নেতা।

তিনি বলেন, এসব কাজের মধ্য দিয়ে আওয়ামীলীগের জনসমর্থনও বাড়ছে।

আওয়ামী লীগ দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছে এই কথাটি সবার মাঝে তুলে ধরছি।

তিনি আরও বলেন, তৃণমূলের নেতাকর্মীরা আওয়ামীলীগের শক্তি। সারাদেশে গৃহহীনদের জন্য সরকার ঘর করে দেওয়ার যে উদ্যোগ হাতে নিয়েছে ও যে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে, তা তাদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায় একইসঙ্গে বিধবা ও বয়স্কসহ যেসব ভাতা দেওয়া হয় সেগুলোও তুলে ধরছি।

গ্রামে-গঞ্জে সবার কাছে মাদকের কুফল তুলে ধরতে হবে। আগামী নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর খুনি, স্বাধীনতাবিরোধী, দুর্নীতিবাজ ও মাদক ব্যবসায়ীরা যাতে ক্ষমতায় আসতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন করা হচ্ছে।

সরকারের আমলে আমাদের ‘গ্রামের রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। সেগুলোও মানুষের মাঝে তুলে ধরছি।
তিনি বলেন, আওয়ামীলীগের লক্ষ্য দেশের সার্বিক উন্নয়ন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসেছে বলেই আজ বাংলাদেশ উন্নয়নের রোলমডেল হয়েছে।’

এদিকে, এম এ এস ইমনের অনুপস্থিতেও তার বুকলেট ও তার পক্ষে গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন পৌর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বেলাল হোসেন, ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরিদ উদ্দিন, মাসুদ রানা, ফারুক হোসেন, সানারুল ইসলাম, ফাহিম, শিশির, সাজিদ, দেলোয়ারসহ ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

গাংনীতে পুলিশ কনস্টেবলের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী থানার এলাঙ্গী ক্যাম্পের কনস্টেবল আবু সাহেদ
(২৫) এর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

আবু সাহেদ কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার আদাবাড়িয়া গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে। সে গাংনী থানার এলাঙ্গী পুলিশ ক্যাম্পে কর্মরত

ছিলেন। তার কনেস্টাবল নং ৭১৬।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ৮ টার সময় তার কক্ষ থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

গাংনী থানার ওসি আব্দির রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এলাঙ্গী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই সুফল কুমার বলেন, রাতে নাইট ডিউটি শেষে তার কক্ষে যায় কনস্টেবল আবু সাহেদ। কিছুক্ষণ পর এক কনস্টেবল খবর দেন সাহেদের মুখে দিয়ে ফ্যাপড়ানি জাতীয় বের হচ্ছে। পরে সেখানে গিয়ে তার হাত পা নেড়ে দেখি শরীর ঠান্ডা শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ। ওসি স্যারের সাথে যোগাযোগ করলে তখনি হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা.আব্দুল্লাহ আল মারুফ বলেন মনে হচ্ছে কেমিকেল জাতীয় কিছু খেয়েছে। তবে, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

মেহেরপুরে ৫ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কের জোড়পুকুর চোখতোলার মাঠ নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে ৫ কেজি ৫০ গ্রাম গাঁজাসহ এক জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।

গতকাল শনিবার দুপুর ১টার দিকে র্যাব সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্পের কমাণ্ডার সিনিয়র এএসপি গোলাম ফারুকের নেতৃত্বে র্যাবের একটি অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। আটক আলফাজ শেখ(৫৩) গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের মৃত আব্দুর রহমান শেখের ছেলে। এ সময় তার নিকট থেকে মাদক-ক্রয় বিক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত একটি পুরাতন বাই সাইকেল, ১টি মোবাইল ফোন এবং ৩০ হাজার টাকা জব্দ করা হয়।

র্যাব জানায় জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, দীর্ঘদিন যাবৎ আইন

প্রয়োগকারী সংস্থার চোখ ফাঁকি দিয়ে মেহেরপুর জেলাসহ পাশ্ববর্তী জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য বিভিন্ন মাদকসেবীর নিকট ক্রয় বিক্রয় করে আসছিল আলফাজ। গ্রেফতারকৃত আসামীকে গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুতুবপুর ইউনিয়ন একাদশকে হারিয়ে শালিকা টাইগার ক্লাব দ্বিতীয় রাউন্ডে

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর দ্বিতীয় দিনের খেলায় কুতুবপুর ইউনিয়ন একাদশকে ১-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে শালিকা টাইগার ক্লাব।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটিতে প্রথম অর্ধে দুটি দলই চাপ সৃষ্টি করলেও জালে কেউ গোল দিতে পারেনি। দ্বিতীয় অর্ধের ৪ মিনিটের সময় শালিকা টাইগার ক্লাবের ৯ নং জার্সি পরিহীত জুয়েল দুর থেকে একটি দৃষ্টি নন্দন শট দিয়ে সোজা গোল পোষ্টের জালে প্রবেশ করান। দু দলই একাধিকবার গোলা করার সুযোগ পেলেও তারা ব্যার্থ হয়।

খেলায় বিচারকদের দৃষ্টিতে সেরা খেলোয়াড়ের হিসেবে নির্বাচিত হন শালিকা টাইগার ক্লাবের ফরোয়ার্ড জুয়েল। তার হাতে সেরা খেলোয়াড়ের পুরুস্কার তুলে দেন মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এমএএস ইমন ও জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম।

এসময় মেহেরপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের আহবায়ক সাবেক কৃতি ফুটবলার এমদাদুল হক, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমীন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, খেলা পরিচালনা কমিটির নির্বাহী সদস্য মাসুদ করিম ঢলস, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম। রেফারি হিসেবে মাঠে খেলা পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ থেকে আসা রবিউল ইসলাম, গাংনীর মাহবুবুর রহমান ও মুজিবনগরের সোহেল আহম্মেদ। খেলায় চতুর্থ রেফারি হিসেবে ছিলেন, মেহেরপুরের কৃতি ফুটবলার ইয়ারুল ইসলাম।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি দেখতে এলাকার ফুটবল প্রেমি দর্শকরা উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ৫ জুন সোমবার ৩য় ম্যাচে একই মাঠে আমঝুপি ক্লাব ও লাইব্রেরী এবং শ্যামপুর ইউনিয়ন একাদশ লড়াই করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি : প্রসঙ্গ বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি: প্রসঙ্গ বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন
মজিবর রহমান

একটি বিষয় বাংলাদেশে বেশ জোরেশোরেই আলোচনা হচ্ছে। সেটা হলো বাংলাদেশের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি। আমি ভেবেছিলাম এটা কেবল শহুরে শিক্ষিত মানুষের আলোচনার বিষয়। বিশেষ করে রাজনীতি সচেতন মানুষজন এসব নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু আমার ধারণা ভূল প্রমাণ করলেন গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ। কয়েকদিন আগে গ্রামের একটা চা স্টলে বসেছিলাম চা পানের জন্য। আমার সমবয়সী একজন আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন- আমেরিকার ভিসাানীতি কী পারবে বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে? আমি নিজে যে জবাবটা জানি অথবা যে জবাবটা দিতাম সেটা না দিয়ে উল্টো তাকেই জিজ্ঞেস করলাম তোমার কী মনে হয়? তিনি কোন ভাবনা চিন্তা ছাড়াই দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন- পারবে। আমি বিস্ময়ভরা দৃষ্টে তার দিকে তালকালাম। আমি কিছু বলার আগেই তিনি বলতে লাগলেন সরকারি এবং বিরোধীদলগুলোর বড় বড় নেতাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে একটা ভালো নির্বাচন না করে তাদের কোন উপায় নেই। আবার তাকে প্রশ্ন করলাম উপায় নেই মানে কী? জবাবে তিনি যা বললেন তাতে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠলো। সে বললো- স্বার্থ। নিজেদের স্বার্থে সরকারি এবং বিরোধীদলগুলো একটা ভালো

মহামূল্যবান। এটা ছাড়া তাদের চলবে না। কারণ এদেশে তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা হয় না, তাদের অনৈতিকভাবে উপার্জিত সম্পদ নিরাপদ নয়। কাজেই যে কোন মূল্যে তাদের এর আওতার বাইরে থাকতেই হবে।
সরকারি ও বিরোধীদলের বাঘা বাঘা নেতারা সব তাদের মতামত দিয়ে যাচ্ছেন। যদিও কোন দল তাদের দলীয় অবস্থানটা এখনো পরিস্কার করেননি। তবে সরকারিদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বলছেন এই বিরোধী শিবিরকে চাপে ফেলবে। কারণ তারা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে, কিংবা নির্বাচন প্রতিহত করতে গিয়ে জ¦◌ালাও পোড়াওয়ের রাজনীতি করতে পারবেন না। আর করলেই সুষ্ঠ অবাধ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়েছে মর্মে ভিসানীতির খড়গ তাদের ওপর পড়তে পারে। সরকারিদলের নেতারা মনে করছেন এতে তারা সুবিধা পেতে পারেন। আবার বিরোধী শিবির বলছেন এটা সরকার ও সরকারিদলকে চাপে ফেলবে। একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেয়া ছাড়া তাদের কোন পথ খোলা নেই। বিরোধীদের প্রতি কঠোর অবস্থান নেয়া মানে একটা অস্থীতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হওয়া। যা সবার গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচনের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর তা হলেই নতুন ভিসানীতির মারপ্যাঁচে পড়ে যেতে পারেন।
তাদের এ ধরনের বক্তব্য জনগণকে আশাবাদী করে তুলছে নিশ্চয়ই? নতুন ভিসানীতির খড়গ যেন নিজেদের ওপর না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে গিয়ে উভয় পক্ষই নমনীয় আচরণ করবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে উভয় শিবির নিজেদের জন্য, নিজেদের স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের দরজা খোলা রাখার স্বার্থে ভিন্নভাবে হলেও একটা ঐক্যমত্যে পৌঁছে অবাধ, সুষ্ঠ ও সবার গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের দরজা খোলা রাখার জন্য হলেও জনগণের চাওয়া অনুযায়ী যদি একটা ভালো নির্বাচন হয়, যদি জনগণ তাদের নিজেদের ভোটাধিকার ফিরে পায় তাহলে সেটাই বা মন্দ কী?

মুজিবনগরে রসনা বিলাশ বাঙালির

আম ও চিড়া উৎসব

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিয়ে মধু মাসে বাঙালির ঐতিহ্য রসনা তৃপ্তির প্রধান উপকরণ আম ও চিড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শনিবার (৩ জুন) সকাল ১০ টার দিকে কেদারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আনন্দঘন উৎসবমুখর পরিবেশে এই আম ও চিড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নাসরিন খাতুন এর সভাপতিত্বে আম উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সহধর্মিনী বিপাশা বিশ্বাস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, কেদারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটুসহ স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ।
আম উৎসবে শুরুতেই অতিথিবৃন্দকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান স্কুলের শিক্ষার্থীরা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আম উৎসব।
আম উৎসবে মেহেরপুর ও মুজিবনগরের সেই বিখ্যাত গাছ পাকা হিমসাগর আম, চিড়া, দই এবং মিষ্টি দিয়ে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে আপ্যায়ন করা হয় অতিথিবৃন্দ ও স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের।

উত্তেজনাপূর্ণ উদ্বোধনী খেলায় বিজয়ী রামদেবপুর ফ্রেন্ডস ফুটবল দল

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর উদ্বোধনী খেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবীল শেরেবাংলা ফুটবল একাদশকে ট্রাইবেকারে ৭-৬ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার

যোগ্যতা অর্জন করেছে গাংনী উপজেলার রামনগর ফ্রেন্ড ফুটবল একাদশ।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামোন্টে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

খেলার প্রথমার্ধের ২৫ মিনিটের সময় রামদেবপুর ফ্রেন্ডস একাদশের পক্ষে মানিক একটি গোল করে দলকে ১-০ গোলে এগিয়ে নিয়ে যান। তারপর দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর দ্বিতীয় অর্ধের ৮ মিনিটের সময় চাঁদবীল শেরেবাংলা ফুটবল একাদশের পক্ষে রাসেল একটি দিয়ে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনেন। এর পর শুরু হয় আক্রমন পাল্টা আক্রমন। এসময়ের মধ্যে উভয় দলই গোল করার একাধিক সুযোগ পেলেও দু দলই গোল পোষ্ট বল প্রবেশ করাতে ব্যার্থ হয়। টান টান উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি শেষ অবধি ট্রাইবেকারে গড়াই।

রেফারী রবিউল ইসলামের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুই দলকে ৫ টি করে বল করার সুযোগ দেন। দু দলই ৪ টি করে গোল দিয়ে আবারো খেলায় সমাতা ফিরিয়ে আনেন। এর পরে রেফারি দ্বিতীয় ট্রাইবেকারে ৩ টি করে বল করার সুযোগ দেন। এতে রামদেবপুর ফ্রেন্ডস ফুটবল একাদশ পর পর দুটি গোল করলে ও চাঁদবীল শেরেবাংলা ফুটবল একাদশ পর পর দুটি গোল মিস করলে শেষ পর্যন্ত রেফারির বাঁশি রামনগর ফ্রেন্ডস ফুটবল একাদশকে বিজয়ী ঘোষণা করেন।

রামদেবপুর ফ্রেন্ডস একাদশের পক্ষে গোল করেন মোবিন, রওনক,সাহাব, আরিফুল, শামীম, হামজা ও মারুফ। এদিকে চাঁদবীল শেরেবাংলা ফুটবল একাদশের পক্ষে গোল করেন, সাকিব, হানিফ,সুজন, মহব্বত ও রাসেল।

খেলায় রেফারির দায়িত্বে ছিলেন ঝিনাইদহ থেকে আসা রেফারি রবিউল ইসলাম, সহকারি রেফারির দায়ীত্ব পালন করেন মাহাবুবুর রহমান ও আব্বাছ আলী এবং চতুর্থ রেফারির দায়ীত্ব পালন করেন মেহেরপুরের ইয়ারুল ইসলাম।

আজ শনিবার (৩ জুন) একই মাঠে অনুষ্ঠিত হবে সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন একাদশ বনাম শালিকা টাইগার ক্লাবের মধ্যেকার খেলা।